আদরিণী।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত নারীচরিত্র)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

সানকিভাঙ্গা ৫ নং নীলমাধব সেনের লেন,

বণিক যন্ত্রে

এ, ডি, সেন এণ্ড কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৮৭।

TO

HENRY SAMUEL JOHNSTONE ESQR.

Detective Superintendent Calcutta Police

THIS LITTLE WORK

IS

MOST RESPECTFULLY DEDICATED

BY

HIS HUMBLE AND DEVOTED SERVANT

THE AUTHOR.

বিজ্ঞাপন।

লেখক বলিয়া জন সমাজে আত্ম পরিচয় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে, কেবল বন্ধুবর্গের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি; হরিদাসী কি রূপে আপন সতীত্ব-ধর্ম্ম বার বার রক্ষা করিয়াছে তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত তাহার জীবনের প্রকৃত ঘটনার দুই একটী বিষয় মাত্র অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিত হইল। ইহা উপন্যাস আকারে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং পাঠকগণ মনে করিবেন না যে ইহা সামান্য কল্পনা মাত্র। পূর্ব্বে আমি মনে করিয়াছিলাম যে ইহা জীবনচরিত রূপে বর্ণন করিয়া পাঠকগণের হস্তে অর্পন করিব; কিন্তু জীবন সত্বে, বিশেষত অল্প বয়স্কা বালিকার জীবন সংসার স্রোতে পড়িয়া কোথায় যাইয়া লীন হয়, তাহা না দেখিয়া জীবনের প্রারম্ভেই জীবনচরিত লেখা অসঙ্গত বিবেচনায় উপন্যাস আকারে লিখিত হইল; ইহাতে যে যে বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই আদালতের কাগজ পত্রে প্রকাশ আছে, পাঠকগণ একটু পরিশ্রম করিলেই জানিতে পারিবেন; তবে স্থান বিশেষে যে একটু রূপান্তর মাত্র দেখিতে পাইবেন তাহা কেবল সঙ্কোচমনা মানব হৃদয়ের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

হরিদাসী সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত আপন জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, এই দৃষ্টান্তে যদি একটী মাত্র স্ত্রীলোকেরও কিছু মাত্র জ্ঞান লাভ হয় তাহা হইলে আমার সমস্ত শ্রম ও ব্যয় সার্থক মনে করিব।

এই পুস্তক প্রকাশার্থ যে যে বন্ধুগণ পরামর্শ দানে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারা আপন আপন নাম প্রকাশের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও তাঁহাদিগের মধ্যে আমার একান্ত সুহৃদ সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নাম প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, কারণ, ইঁহার যত্নের কিছু মাত্র ত্রুটি হইলে "আদরিণী" সভামণ্ডলীতে কখনই প্রকাশিত হইতে পারিত না।

কলিকাতা,
৯ চৈত্র, শকাব্দা ১৮০৮

শ্রীপ্রিয় নাথ শর্ম্মা।

আদরিণী

সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

৩০শে শ্রাবণ শনিবার, রাখি-পূর্ণিমা, শ্রী শ্রীকৃষ্ণদেবের ঝুলান যাত্রার শেষ দিবস—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গত ৫ দিবস হইতে সূর্য্যের মুখ দেখা যায় নাই, রাত্রি-দিন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তা কর্দ্দমময়—পথিকগণের কষ্টের শেষ নাই, কিন্তু কলিকাতা নগরীর রাজ-পথ লোকে লোকারণ্য! এক যাইতে না যাইতে আবার আসিতেছে—জলস্রোতের মত জনস্রোত চলিতেছে, বিরাম নাই। গাড়ী ঘোড়ার এত ভিড় যে, রাস্তার এক পার্শ্ব হইতে সহজে অপর পার্শ্বে যাইবার যো নাই; এমন সময় রাস্তার পার্শ্বে দূরস্থিত এক ঘড়িতে টং টং করিয়া ১২টা বাজিয়া গেল। বরুণদেব না জানি মনে মনে কি ভাবিয়া আপনার বেগ সম্বরণ করিলেন; এমন সময় একখানি গাড়ী ঘড় ঘড়

করিয়া আসিয়া শ্যামবাজার গোপীমোহন দত্তের লেন, একটী ইষ্টক নির্ম্মিত দ্বিতল গৃহের দ্বার দেশে থামিল।

গৃহের ভিতর কেবল ৩টী মাত্র স্ত্রীলোক, অদ্য ১০ দিবস হইল এখানে আসিয়াছে; কোথা হইতে আসিয়াছে, কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছে,—তাহারা কে, এবং কত দিবসইবা এখানে থাকিবে—কেহই জানে না। ইহাদিগের মধ্যে একটী বালিকা, বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর, ইহার মুখশ্রী অতীব রমণীয়, দাঁতগুলি যেন বিধাতাপুরুষ আপনার হাতে বাছিয়া বাছিয়া দুই শ্রেণীতে মুক্তা-শ্রেণী বসাইয়া রাখিয়াছেন; ইহার সুনীল আয়ত চক্ষুদ্বয় সেই মনোহর মুখখানির মধ্যে যেন আলূণা বসাইয়া দিয়াছেন, যেন সরোবরে দুইটী নীল পদ্ম ভাসিতেছে। দৃষ্টির চাঞ্চল্য নাই-দেখিয়া বোধ হয় যেন, এই চোক্ আর কিছুই দেখিতে চায় না, অথবা দেখিয়া ত্যক্ত বিরক্ত হইয়াছে, আর দেখিতে সাধ করে না! চক্ষু সততই টল্ টল্ করিতেছে বোধ হয় যেন জল পড়িতেছে—কিন্তু পড়ে না! বালিকার মুখখানি দেখিবামাত্রই বোধ হয় যে ইহাকে দুঃখে এবং গাম্ভীর্য্যে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মাথার কেশগুচ্ছ মৃত্তিকাস্পর্শ করিয়া ধরণীকে চুম্বন করিতেছে। যিনিই এই বালিকাকে দেখিয়া-

ছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন—বালিকা সুন্দরী। এরূপ রূপে স্বর্গীয় আভা আছে, ইহা মানবে কখনও সম্ভবে না? অবশ্যই কোন দেবকন্যা শাপভ্রষ্টা হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ইহাঁর নাম হরিদাসী; বালিকা একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করি-তেছেন। অন্য একটী বৃদ্ধা, বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর হইবে,-কৃষ্ণবর্ণ, চর্ম্ম ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, শ্রবণশক্তি একবারে অন্তর্হিত হইয়াছে; উহাকে দেখিয়া কোন নীচবংশসম্ভূতা বলিয়া বোধ হয়। উহার নাম আহ্লাদী--সে গৃহকার্য্যে ব্যস্ত আছে।

অপরটী প্রবীণা বিধবা—বয়ঃক্রম ৫০ বৎসরের ন্যূন হইবে না, শ্যামবর্ণা, স্থূলকলেবরা; ম্রিয়মাণা, ইহার মুখ দেখিয়াই বোধ হয় যেন উহার হৃদয় চিন্তায় পরিপূর্ণ। ইহার নাম তিনকড়ি। তিনকড়ি ভোজন করিতে বসিয়াছেন।

গাড়ী থামিলে একজন সইস আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, একজন শ্বেতকায় পুরুষ ও দুইটী এদেশীয় যুবক বাহির হইয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনকড়ি যে স্থানে উপবিষ্ট হইয়া আহার করিতেছিল, সেই স্থানে উপনীত হইলে যুবকদ্বয় তিনকড়ির প্রতি লক্ষ্য করতঃ ঐ শ্বেতকায় পুরুষকে বলিলেন "এই তিনকড়ি"। এই কথা শ্রবণ মাত্র শ্বেতকায় মহাপুরুষ

উহার হস্ত ধারণ করিলেন। যমদূতের হস্ত ছাড়াইয়া লয় কাহার সাধ্য? বিশেষ স্ত্রীলোক। উহার মুখের গ্রাস মুখেই রহিল—হস্তের অন্ন পড়িয়া গেল। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। উহারা কে, কোথা হইতে আসিল—হঠাৎ কেনইবা তাহাকে একজন অপরিচিত, বিশেষ বিদেশীয় ইংরাজ আসিয়া হস্তধারণ করিল, তাহা কিছুই বলিতে পারিল না। স্ত্রীলোকের সম্বল রোদন—তখন তিনকড়ি তাহারই আশ্রয় লইল। আহ্লাদী ও হরিদাসী আসিয়া উহাতে যোগ দিল। কিন্তু উহাদের ক্রন্দন কে শুনে? উহাদের রোদন অরণ্যে রোদন হইল, পাষাণ হৃদয় ইংরেজের মন কিছুতেই দ্রব হইল না। উহাকে সেই এক বসনে আনিয়া আপনার গাড়ীর ভিতর পুরিয়া কোচম্যানকে বলিল "গাড়ীচালাও"। অমনি গাড়ী চলিল। গাড়ী যত দূরবর্ত্তী হইতে লাগিল, উহার ক্রন্দন ধ্বনি তত বাড়িতে লাগিল; ক্রমে গাড়ী দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া দক্ষিণ মুখে চলিয়া গেল। হরিদাসী বা আহ্লাদী কেহই কোন কারণ জানিতে পারিল না; তাহারাও কাঁদিতে কাঁদিতে সদর দরজা বন্ধ করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। ইহার পর আর ২।৩ দিবস ঐ বাড়ীর দরজা কেহ খোলা দেখিতে পাইল না। পরে যখন দরজা খোলা হইল, তখন দেখা গেল হরিদাসী বা

আহ্লাদী সে স্থানে নাই ; শূণ্য ঘর পড়িয়া রহিয়াছে,—উহারা কোথায় গেল, কে লইয়া গেল, কেহই বলিতে পারিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মলসলিলা ভাগীরথী উত্তর হইতে দক্ষিণ দিগে বহিয়া যাইতেছে, নির্ম্মল-জলরাশি মৃদু বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ খেলিয়া কল্ কল রবে চলিয়া যাইতেছে ; দিবা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, তপনদেব মেঘের আড়ালে থাকিয়া ফাঁকে ফাঁকে কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন—সেই কিরণজাল ছোট২ ঢেউ গুলির উপর পড়িয়া চিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্ করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন ভাগীরথি-বক্ষ অসংখ্য হীরক রাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

পাঠক চলুন, একবার ভাগীরথীর নিকটবর্ত্তী গগনভেদী ইষ্টক নির্ম্মিত এক তেতল গৃহে প্রবেশ করি। যিনি কখন ঐ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই উহার মাহাত্ম্য সম্যকরূপে অবগত আছেন। উহার ভিতরে, বাহিরে, উপরে, নীচে, অসংখ্য লোক, কেহ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট—কেহ তাঁহার আজ্ঞা-প্রত্যাশী হইয়া চিত্র লিখিত পুত্তলিকার মত পার্শ্ব দেশে দণ্ডায়মান,—কেহ করযোড়ে বিনীত ভাবে

কূটপ্রশ্ন সকলের সাবধানে উত্তর দিতেছেন—কেহ আপন আপন গলাবাজি করিয়া প্রকোষ্ঠ সকল প্রতি-ধ্বনিত করিতেছেন; কেহ স্থিরচিত্তে, স্থিরনেত্রে, বসিয়া ঐ সকল শ্রবণ ও দর্শন করিতেছেন; কেহ লেখনী হস্তে রাখিয়া অবিশ্রান্ত লেখনী চালনা করিতেছেন, কেহ লেখনী কর্ণে রাখিয়া কপালে করার্পণ পূর্ব্বক গম্ভীর পেচক সদৃশ বসিয়া স্থিরচিত্তে আপনার অদৃষ্ট ফল ভাবিতেছেন, কেহ রাশি রাশি মিথ্যা কথা বলিয়া আগন্তুক দিগকে বঞ্চনাপূর্ব্বক আপন আপন উদরপূর্ত্তির অভিলাষে স্বকীয় নিকৃষ্টবৃত্তির পরিচয় দিতেছেন, কেহ পাগ্ড়ি বাঁধিয়া কাগজের তাড়া বগলে করিয়া বিনাকর্ম্মে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; দেখিলে বোধ হয় যেন কত কার্য্যে ব্যস্ত—কিছু মাত্র অবকাশ নাই। এইরূপে কত লোক কত কর্ম্মে কত উদ্দ্যেশ্যে ঘুরিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। পাঠক মহাশয় কি জানেন এটী কোন পুরী?

এটী এই কলিকাতা মহানগরীর ছোট আদালত, ইহাতে নিত্য নিত্য কত লোক দেনার দায়ে (কেহ বা বিনাদায়ে) অপমানিত হইতেছেন, গরিব হই-তেছেন, জেলে যাইতেছেন; কেহ বা বড়লোক হই-তেছেন, অন্যের যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া লইতে-ছেন; কেহ বা নিকৃষ্ট পাশবরৃত্তি চরিতার্থ করিবার

অভিপ্রায়ে সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া সুরূপা অসহায়া স্ত্রীলোকদিগকে কপর্দ্দকশূন্যা নিপীড়িতা ও পরিশেষে দেনা জালে জড়িতা করিয়া আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন।

আমরা যে, ভূতলগৃহটীর কথা বলিতেছি, পাঠক চলুন, একবার ইহার মধ্যে প্রবেশ করি। গৃহে প্রবেশ করিয়া একে একে পাঁচটী প্রকোষ্ঠ পর্য্যবেক্ষণ করিলাম, কত কি দেখিলাম—ইচ্ছা করিয়াছিলাম, মনে রাখিব, কিন্তু ভুলিয়া গেলাম, কেন ভুলিলাম, তবে শুনুন—মধ্যে গিয়া দেখি, একটী স্ত্রীলোক গললগ্নীকৃতবাসে একজন বাঙ্গালী হাকিমের সম্মুখে দণ্ডায়মান, চক্ষু দিয়া অবিরল জলস্রোত বহিতেছে, পশ্চাতে এক জন ইংরাজ প্রহরী করালমূর্ত্তি ধরিয়া তাহার পাহারায় নিযুক্ত আছে।

হাকিম স্ত্রীলোকটীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তিনকড়ি" তুমি অম্বিকা চরণ দত্তের যে টাকা ধার, তাহা অদ্যাপি পরিশোধ কর নাই; সুতরাং তোমাকে এখানে আনা হইয়াছে; যদি এই মুহূর্ত্তেই টাকা প্রদান করিতে সমর্থ না হও, তবে তোমাকে জেলে যাইতে হইবে"। তিনকড়ি শুনিয়া অবাক্, নিস্পন্দ! পরে বহুকষ্টে অশ্রুজল মোচন করিয়া কহিল "ধর্ম্মাবতার অম্বিকা চরণ দত্ত কে? আমি

তাহাকে জানি না বা চিনি না; আমি কখনও তাহার নিকট হইতে কোন টাকা কর্জ্জ করি নাই, এবং আমি কাহারও নিকট ঋণ-গ্রস্থ নহি।" এই বলিয়া পুনরায় রোদন করিতে লাগিল। হাকিম বলিলেন—"মিছা রোদন করিলে কোন ফল নাই, যখন তোমার নামে নালিশ হইয়া ডিক্রি হইয়াছিল সেই সময় তোমার বলা উচিত ছিল, এখন আমার আর শুনিবার সময় নাই। তুমি এখন টাকা দিতে পারিবে কি জেলে যাইবে বল?" তিনকড়ি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল 'ধর্ম্মাবতার আপনি মা, বাপ, বিশেষ হাকিম, আমাকে জেলে দেওয়া কি ছার! আপনি মনে করিলে আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। কিন্তু আমার নামে কখনও কেহ ডিক্রী করে নাই, আমি কাহারও টাকা ধারিনা। আমার নিকট একটী পয়সাও নাই, কাল যে কি খাইব তাহারও সংস্থান নাই, আমি টাকা কোথা হইতে দিব?"

হাকিম রাগান্বিত হইয়া কহিলেন "আমি তোমার ও সকল কথা শুনিতে পারিনা," প্রহরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুমি উহাকে এখনি জেলে রাখিয়া আইস"।

তিনকড়ি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমি জেলে যাই তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু ধর্ম্মাবতার, আমার একটী অল্পবয়স্কা—"

বলিতে বলিতে ইংরাজ প্রহরী জর্জ্জ যম দূতের ন্যায় তিনকড়ির হস্ত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল, উহাদিগকে আর দেখা গেলনা, কেবল স্ত্রীলোকের কণ্ঠনিঃসৃত ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণগোচর হইতে লাগিল, তাহাও অল্প সময়ের নিমিত্ত; ক্রমেক্রমে উহা বাতাসে মিশিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তিনকড়ি কলিকাতা হইতে আলিপুরের জেলে আবদ্ধ হইল—সহচর কেহ নাই, দুঃখের সহচর কান্না—সুতরাং জেলে তাহারই সহচরী হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিল, কেবা তাহার দুঃখের প্রতি কটাক্ষ পাত করে—কে তাহার ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করে—আর কেইবা তাহাকে সদুপদেশ প্রদান করে? পাঠক,—তিনকড়ির এত কান্না, এত দুঃখ কেন? তবেকি জেলে গিয়াছে, বলিয়াই অসহনীয় কষ্ট হইয়াছে? বাস্তবিক তাহা নহে; তাহার সেই সোণার পুতুল হরিদাসী নিঃসহায়া বলিয়াই আজ তার চক্ষে আর জলের স্থান হইতেছে না,—বর্ষার বারিধারার ন্যায় দর দর করিয়া পড়িতেছে, সে নিজের জন্য যত চিন্তা না করিতেছে, হরিদাসীর জন্য তাহার চিন্তা ক্রমেই প্রবল হইতেছে, মন ব্যাকুলিত হইয়া উঠিয়াছে,—একে হরিদাসী অনাথা অসহায়া বালিকা,

তাহাতে এইস্থানে অপরিচিতা,কে তাকে রক্ষা করিবে, কি রূপে তাহার জাতি-কুল বজায় থাকিবে—এই চিন্তাগ্নি তাহার হৃদয়ে প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল। ক্রমে এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গত হইল, কাহারও নিকট হরিদাসীর কোনও সংবাদ পাইল না। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ নাই—যেখানে কাহারও যাইবার অধিকার নাই, সেই কারাগারের ভিতর কে যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে? বিশেষ এ নগরীতে সে অপরিচিতা। অদ্য চতুর্থ দিবস; একটী নির্জ্জন গৃহে বসিয়া রোদন করিতেছে ও কি করিবে মনে মনে চিন্তা করিতেছে, এবং কে এরূপ অচিন্তনীয় অকুল-দুঃখসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছে মাঝে মাঝে তাহারই আলোচনা করিতেছে, কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না; মন আরও ব্যাকুল হইতেছে। এমন সময় একজন প্রহরী আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল, দুইটী বাবু তাহার সহিত, সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। তিনকড়ি স্বস্ব-ব্যস্তে জেলের দ্বারদেশে আগমন করিয়া তাহার পূর্ব্ব পরিচিত দুইটী বন্ধুকে দেখিতে পাইল; তাহাদিগকে দেখিয়া দুঃখ অনেক লাঘব হইল, ভাবি আশার সঞ্চার হইল। তিনকড়ি মুহূর্ত্তের জন্য শোকবেগ সম্বরণ করিয়া আগন্তুক বন্ধুদ্বয়ের একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিল 'সুরেশ,আমার

হরিদাসী কোথায়, তাহার ত কোনরূপ অনিষ্ট সংঘটন হয় নাই?” সুরেশচন্দ্র কি উত্তর দিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন,পরে বলিলেন, “তোমাদিগের এই সংবাদ পাইয়া তোমাদিগের বাড়ীতে গিয়াছিলাম; সেখানে কেহই নাই—গৃহ শূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের নিকট অনুসন্ধান করিলাম, কেহই কিছু বলিতে পারিল না। যাহা হউক, সে যেখানে আছে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিব তাহার কোন সন্দেহ নাই। এখন তাহার জন্য বিশেষ ভাবিবার কোন আবশ্যক নাই, জগদীশ্বর রক্ষাকর্ত্তা, তিনি থাকিতে কেহই হরিদাসীর অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবেক না। এখন আমরা তোমার উদ্ধারের একটী পথ অবলম্বন করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। কেবল তোমার অভিপ্রায় জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। যদি তোমার মত হয় তাহা হইলে তোমার নামে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহা নামঞ্জুর করিবার জন্য পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করি। বিশেষ একটী নূতন ইংরাজ হাকিম আসিয়াছেন। তিনি অতিশয় দয়ালু; প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিলে অবশ্যই আমাদিগের প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন। তখন অম্বিকাচরণ দত্ত কে, তাহা ও উহার ভিতর যদি কাহারও কোন প্রকার দুরভিসন্ধি থাকে

তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তুমি অব্যাহতি পাইবে এবং আমরা হরিদাসীর অনুসন্ধান করিতে পারিব।” তিনকড়ি এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ওকালত নামা সহি করিয়া দিল, সুরেশ ও তাহার সঙ্গী ফিরিয়া আসিয়া আনুপূর্ব্বিক অবস্থা বিবৃত করিয়া এক খানি দরখাস্ত মান্যবর শ্রীযুক্ত বীবী সাহেব বাহাদুরের সমক্ষে পেস করিল। উক্তসাহেব মহোদয় ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করতঃ পুনর্ব্বিচারের দিন স্থির করিলেন এবং ফরিয়াদি অম্বিকাচরণ দত্তের উপর এই মর্ম্মে এক খানি নোটীশ বাহির করিবার হুকুম দিলেন যে,১০ই ভাদ্র তারিখে ফরিয়াদি তাহার সাক্ষী সহিত উপস্থিত হইবে,ওঐ দিবস তাহার মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচার হইবে। নোটিশ প্যায়াদার জিম্মা হইল, সে বহু অনুসন্ধান করিয়া, ফরিয়াদী ও সাক্ষী কে, কোথায় থাকে,কিছু মাত্র ঠিকানা করিতে পারিল না। সুতরাং ধার্য্য দিবসে মোকদ্দমার বিচার হইল না।

পুনরায় ২০শে ভাদ্র তারিখে বিচারের দিন ধার্য্য করিয়া সহরের ভিতর স্থানে স্থানে নোটীশ লটকাইয়া দেওয়া হইল; চারি দিকে অম্বিকাচরণের গোচরার্থে সংবাদ প্রকাশ করা হইল। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে অম্বিকাচরণ অথবা তাহাদের সাক্ষীগণ কেহই উপস্থিত হইলনা। পাঠক! এ নামে কেহ আছে কিনা? অথবা

থাকিলেও এ অম্বিকাচরণ যে. জাল অম্বিকাচরণ তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারেন; তাহা না হইলে ধার্য্য দিনে অবশ্যই তাঁহাকে হাজির দেখিতেন। অনুসন্ধানে হাকিম বুঝিতে পারিলেন যে, প্রথমে সমন তিনকড়ির উপর জারি না করাইয়া কোন দুষ্ট লোক দুরভিসন্ধি সাধনের নিমিত্ত ইহার নামে মিথ্যা ডিক্রী করিয়াছে ও ইহাকে জেলে দিয়া আপন কোন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছে; ইহা শঠের শঠতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। হাকিম তিনকড়িকে ছাড়িয়া দিলেন, সে ঈশ্বরের নিকট এই উদারচেতা সাহেবের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে প্রস্থান করিল, কিন্তু কোথায় গেল কেহই বলিতে পারিল না।

মান্যবর জজ বীবী সাহেব অতিশয় সুচতুর, বিবেচক বুদ্ধিমান ও দয়ালু হাকিম; তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যদি এ প্রকার গর্হিত কার্য্যের বিশেষ প্রতিবিধানের কোন উপায় না করা হয় তাহা হইলে অরাজক হইবে, সম্মানি ব্যক্তি অসম্মানিত হইবে, দুষ্ট লোকেরা শত শত লোকের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া লইয়া যাকে তাকে পথের ভিকারী করিবে, দিন দিন শত শত তিনকড়ি বিনা দোষে কারাগারে প্রেরিত হইবে। অতএব যাহাতে এরূপ জুয়াচুরী আর না হইতে পারে, ও দোষীগণ ধৃত হইয়া রাজদ্বারে সমুচিত

দণ্ড পায় এই অভিপ্রায়ে তিনি পুলিশে সংবাদ দিলেন। পুলিশের প্রধান কর্ত্তা এই মোকদ্দমা অনুসন্ধান করিবার ভার এক হতভাগ্য এদেশীয় কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি ২ দিবস পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলেন,কিন্তু দোষীগণ কে—কোথায় থাকে,তাহা স্থির করা দূরে থাকুক, তিনকড়ি কে—কোথায় থাকে—কোথা হইতে আসিয়াছিল এবং এখন কোথায়ই বা গেল, তাহাও সন্ধান করিতে পারিলেন না; অথবা এমন কোন লোকও পাইলেন না যে যাহার দ্বারা কোন রূপে ইহার কিছু মাত্র সাহায্য হইতে পারে। তিনকড়ি জেলের মধ্যে কয়েদ অবস্থায় যেরূপ বিপদে পতিত হইয়া ভাবনায় অস্থির হইয়াছিল, কর্ম্মচারী তাহার অপেক্ষা শত গুণ বিপদে পতিত ও ভাবনায় অস্থির হইলেন। দোষীগণের সন্ধান করা দূরে থাকুক, যদি তিনকড়ি, হরিদাসী প্রভৃতিরও কোন সন্ধান করিতে না পারেন, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট তাহার লজ্জা ও অপমানের সীমা থাকিবে না; কিন্তু পরিশেষে জগদীশ্বরের কৃপায় ক্রমিক ৩ মাস কাল অবিরত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া উহার ভিতরের সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইলেন। সেই কর্ম্মচারী যে উপায় অবলম্বনে, যে প্রকার অবস্থায় বিপদে পড়িয়া এই অসম্ভাবিত স্বপ্ন সদৃশ অদ্ভুত বিষয় সকল অবগত হইতে পারিয়াছিলেন তাহা সমস্ত বিবৃত করিতে হইলে এই

সামান্য পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি ও পাঠক বর্গের ধৈর্য্য-চ্যুতি হইবে; এই আশঙ্কায় সে সকল অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল তাহার কয়েকটী সার কথাই বিবৃত করা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মরুচর বঙ্গদেশের একটী প্রসিদ্ধ জনপদ, জাহ্নবী তীরে বিরাজিত, প্রশস্ত প্রশস্ত রাজবর্ত্মে বিভক্ত ও সুরম্য সৌধাবলীতে শোভিত। এখানে পশ্চিম দেশীয় বণিকসম্প্রদায় ধনলোভে বাণিজ্য করিতে আসিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্বভাবসিদ্ধ ধনলিপ্সা নিবৃত্তি করিতে না পারিয়া অদ্যাপিও বাণিজ্য কার্য্যে রত আছেন, কেহ বা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া আপন আপন ধন মদে প্রজাবর্গকে নিপীড়িত করিতেছেন। এই জমীদার সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরদুঃখ কাতর, প্রজাহিতেরত একজন অতুল ঐশ্বর্য্যশালী জমীদার ছিলেন; নিজ মরুচর তাঁহারই জমীদারী ছিল তিনি যখন ইহলোক পরিত্যাগ করেন, সেইসময় তাঁহার জগৎ সিংহ নামক এক মাত্র পুত্রকে ঐ অতুল ঐশ্বর্য্যে অধিপতি রাখিয়া যান; কিন্তু জগৎসিংহ অল্প বয়সে

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও তাঁহার নিচাশয় অনুচর বর্গের পরামর্শে ক্রমে ক্রমে আপন চরিত্র কলুষিত করিয়া তুলেন। এমন কি, তাঁহার অত্যাচারে গ্রামবাসীগণের আপন আপন মান সম্ভ্রম ও স্ত্রী কন্যা লইয়া সচ্ছন্দে বাস করা দায় হইয়া উঠে।

এক দিন জগৎ সিংহ সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটী মাত্র অনুচর সঙ্গে ভাগীরথি তীরে পদচারণ করিতে করিতে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন ও মনে মনে নানা প্রকার কু-অভিসন্ধির অবতারণা করিতেছেন,এমন সময় একটী নবমবর্ষ বয়স্কা বালিকা তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল; বালিকা একটী প্রবীণা স্ত্রীলোকের সহিত জাহ্নবীতীরে দণ্ডায়মান হইয়া অতি উচ্চৈস্বরে রোদন করিতেছে। তিনি ঐ রোরুদ্যমানা বালিকার রোদনধ্বনি শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তথ্যানুসন্ধান করিবার নিমিত্ত অনুচরকে তাহাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। বালিকার রূপ দর্শনে, জগৎসিংহ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "আহা কি সুশ্রী সুকুমারি বালিকা! যদি এখন হইতে যত্নে লালিত পালিত, পরিরক্ষিত ও শিক্ষিতা হয় তাহা হইলে যৌবনে ইহার যে কিরূপ রূপমাধরী হইবে তাহা কল্পনার অতীত। মানবের কথা দূরে থাকুক দেবতাও স্থির চিত্তে ও স্থিরনেত্রে ইহাকে দুই দণ্ডকাল দেখিবে; তিনি মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিতেছেন

উপায় নাই। মহারাজ যদি ইহাদিগের প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত করেন তাহা হইলেই ইহাদিগের মঙ্গল,নতুবা অনশনে প্রাণ বহির্গত হইবে।"

তিনকড়ি জগৎসিংহের প্রতি চাহিয়া রোদন করিতে লাগিল। জগৎ সিংহ কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া কহিলেন, "তিনকড়ি রোদন করিওনা, যখন তোমরা আমার অধিকারে বাস কর, তখন তোমরা গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট পাইলে যে কেবল তোমা দিগেরই ক্লেশের সীমা থাকিবেনা তাহা নহে, আমারও অপযশ রাখিবার স্থান থাকিবেনা। তোমাদিগকে অসময়ে সাহায্য করিলে আমার ধনভাণ্ডার কিছু মাত্র হ্রাস হইয়া যাইবেনা, বিশেষ তোমরা উপকৃত হইবে, ইহা অপেক্ষা আমার সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে, কিন্তু তিনকড়ি! আমি ২।১ দিনের মধ্যে বিশেষ কার্য্যো-পলক্ষে কলিকাতায় গমন করিব এবং তথায় আমার একাদিক্রমে ২।৩ বৎসর থাকিতে হইবে, সুতরাং যদি তোমরা আমার সহিত কলিকাতা গমন কর, তাহা হইলে সেখানে সুখে থাকিতে পারিবে এবং তোমার দৌহিত্রী যাহাতে উত্তমরূপে লেখা পড়া শিখিতে পারে তাহারও বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" তিনকড়ি কি করে, কোন উপায় নাই, কল্য যে কি খাইবে তাহারও সংস্থান নাই, কাযেই জগৎ সিংহের

ইত্যবসরে তাঁহার অনুচর উহাদিগকে সম্মুখে আনিয়া করযোড়ে বিনীতভাবে নিবেদন করিল, "মহারাজ ইহারা আপনার প্রজা, এই মরুচর ইহাদের বাসস্থান, এই প্রাচীনা স্ত্রীলোকটীর নাম তিনকড়ি, বহুদিবস হইল যখন ইহার স্বামী পরলোক গমন করে, তখন ইহার একমাত্র দুহিতা সৌদামিনী ও পতিপুত্রহীনা বিধবা এই তিনকড়িকে রাখিয়া যায়, কিন্তু এমন কোন সংস্থান রাখিয়া যায় নাই যে তদ্দ্বারা ইহারা মৃতের আবশ্যকীয় সংকার কার্য্য সমাধা করিয়া দুই দিবসও বিনা কষ্টে আপনাদিগের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারে। সেই সময় সৌদামিনীর স্বামী বিদেশে ছিলেন, তিনি এই সংবাদ পাইয়া মরুচরে আগমন করেন ও কষ্টে সৃষ্টে এপর্য্যন্ত অনাথা দিগকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু ভগবান তাহাতেও নারাজ হইলেন; অদ্য ৭ দিবস হইল এই হতভাগিনীগণের একমাত্র অবলম্বন সেই সৌদামিনীর স্বামী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে এবং সেই পতিপ্রাণা সৌদামিনীও নিদারুণ শোকে অভিভূত হইয়া কোন ক্রমেই শোকবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া গত রজনীতে আপন স্বামীর সহচরী হইয়াছে। এই বালিকা তাহারই দুহিতা—নাম আদরিণী; আদরিণী এখন দুঃখিনী, ইহাদিগের কোন প্রকারে দিনপাতের

প্রস্তাবে সম্মত হইল ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ঈশ্বরের নিকট তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল।

তিনকড়ি! তুমি অনাথা, অসহায়া, উপায় বিহীনা. সত্য,কিন্তু যদি তুমি ধূর্ত্ত জগৎসিংহের মিষ্ট বচনে ভুলিয়া তাঁহার প্রলোভনে পড়িবার পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ জানিতে পারিতে—যদি তুমি জানিতে পারিতে যে দ্বীপ ভ্রমে অতলস্পর্শ চোরা বালিতে পদার্পণ করিতেছ,—চন্দনবৃক্ষ ভ্রমে বিষবৃক্ষের আশ্রয় লইতেছ—এবং সুধাভ্রমে গরল-পান করিতেছ, তাহা হইলে তুমি আপন দৈন্যাবস্থায়ও সন্তুষ্ট থাকিয়া মুষ্টিভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ মনে করিতে। তুমি বুঝিতে না পারিয়া অদ্য যে বৃক্ষ রোপণ করিলে,তাহাতে যেরূপ বিষময়ফল ফলিবে এখন তাহাই একবার আস্বাদন কর!

বলা বাহুল্য যে আদরিণী ও তিনকড়ি কলিকাতায় আসিলেন,জগৎ সিংহ তাহাদিগের বাসোপযোগী একটী ঘর ভাড়া করিয়া দিলেন, এবং উহাদিগের আবশ্যকীয় খরচ পত্রাদি সমস্ত নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। মহেশচন্দ্র দত্ত নামক এক ব্যক্তি তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী উহাদিগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। এক দিবস মহেশচন্দ্র আদরিণীকে বেথুন স্কুলে লইয়া গিয়া আপন কন্যা পরিচয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন, আদরিণী ও অতিশয় যত্ন সহকারে লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন।

জগৎসিংহ নিত্য নিত্য আসিয়া উহাদিগের সংবাদ লইতে ভুলিলেন না ; এইরূপে ক্রমে ক্রমে ১ মাস ২ মাস ৬ মাস, বৎসর অতীত হইয়া গেল, তিনকড়ি ক্রমেই তাঁহার প্রতি গাঢ় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দেখাইতে লাগিলেন। আদরিণীও তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা ও দেবতা সম মান্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে ৩ বৎসর অতীত হইয়া গেল, আদরিণী এখন ১৩ বৎসরে উপনীত, তাহার যৌবন চিহ্ন সকল ক্রমে ২ প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইল।

বর্ষাকাল, সন্ধ্যার সময় টিপি টিপি বৃষ্টি হইতেছে, মেঘ রহিয়া রহিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছে ; তড়িৎ তাহার পূর্ব্ব সংবাদ প্রদান করিয়া সকলকে সাবধান করিতেছে ও পথভ্রষ্ট পথিকগণকে সসব্যস্তে পথ দেখাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইতেছে; পবন দেবও এসুযোগ ছাড়িতে না পারিয়া আস্তে আস্তে বৃক্ষ সকলের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, আর থাকিয়া থাকিয়া বৃষ্টিকণার সহিত মিলিত হইয়া শোঁ শোঁ স্বরে ঘরের ভিতর প্রবেশ করতঃ প্রজ্জ্বলিত দ্বীপ সকল নির্ব্বাণ করিয়া দিতেছেন। এমন সময় জগৎসিংহ তিনকড়ির কক্ষ মধ্যে একখানি চৌকির উপর উপবিষ্ট। অদ্য তাঁহার চক্ষু আরক্ত বর্ণ, নাসিকা স্ফীত, ওষ্ঠাধর শুষ্ক, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে ; কৃষ্ণ বর্ণ মুখ আরও কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, মুখে হাসি নাই,

মনে সুখ নাই, গাঢ়তর চিন্তায় নিমগ্ন। তাঁহার মুখে অন্তরের ভাব স্পষ্ট চিত্রিত হইয়াছে। সম্মুখে তিনকড়ি অচল, অসার, নিস্পন্দ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান—চক্ষু দিয়া অবিরত জল ধারা পড়িতেছে, কাহারও মুখে কোন কথা নাই উভয়েই নিস্তব্ধ। কিয়ৎক্ষণ পরে জগৎ সিংহ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন "দেখ তিনকড়ি! যদি আমি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম যে তোমরা এরূপ অবিশ্বাসী, কৃতঘ্ন ও অবশীভূত, তাহা হইলে তোমাদিগের প্রতি আমি কখনও এরূপ দয়া প্রকাশ করিতাম না। এখনও আমি বলিতেছি যে আমার এত দিনের সেবিত আশাকে কখনও নিরাশ করিও না, আমার প্রবৃত্তির উপর কোন প্রকারে প্রতিবন্ধক হইও না, এবং আমার প্রণয় অঙ্কুরের মূলে কুঠারাঘাত করিওনা। আমাকে সুখী রাখিলে তোমাদের সুখ আছে—মঙ্গল আছে—ও ভবিষ্যতের আশা আছে, কিন্তু আমাকে নিরাশ করিলে তোমাদিগের কোনও লাভ নাই, বরং পদে পদে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অনিষ্ট আছে। আদরিণী বঙ্গদেশীয় হিন্দুকন্যা স্বীকার করি এবং আমি বঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয় তাহারও কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু উভয়ের সম্মিলনে যে কি গুরুতর মহাপাপ সংঘটিত হইবে তাহা আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পাপ!

পাপ আবার কি? পৃথিবীতে পাপ বলিয়া ত কিছুই আমি এপর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। পাপ কিছুই নহে; জগতে পাপ-পুণ্য কিছুই নাই, উহা কেবল মূর্খ অশিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়ের বিকার মাত্র। এখনও বলি, তুমি আমার সুখের পথে কণ্টক হইও না; আমি আদরিণীর মতের প্রতীক্ষা করি না, তাহার আবার মতামত কি? তোমার মত হইলেই ছলে, বলে, কৌশলে যে প্রকারেই পারি তাহার মত করিয়া লইব। আর আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিও না, প্রসন্ন হও।"

তিনকড়ি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "মহারাজ মাপ করুণ; আপনি রক্ষাকর্ত্তা আপনি যদি ঐরূপ নিদারুণ কথা বলেন, তবে কাহার কাছে যাইব, কে রক্ষা করিবে প্রভো! আপনি এদেশীয় হিন্দু রমণীকে জানেন না, তাহারা হাসিতে হাসিতে অকাতরে আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে, তথাপি আপন সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন। কুচিন্তা আপন হৃদয়ে স্থান দিবে না এবং কুকথা শ্রবণে আপন কর্ণকুহর কখনই কলুষিত করিবেনা। আপনি নিবৃত্ত হউন—মন হইতে ঐ কুবাসনা দূরীভূত করুণ— আদরিণী শৈশব হইতে মাতৃহীনা, পিতৃহীনা, ও আপনার অনুগ্রহে প্রতিপালিতা সুতরাং এক্ষণে তাহার উপরে আপনি এরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলে আর কে তাহাকে রক্ষা করিবে? আপনি তাহার জা

কুল নাশ করিয়া কেন তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছেন, ইহা আপনার কর্ত্তব্য নহে; আদরিণী যদিও এখন বালিকা, সংসারের কিছুই অবগত নহে, তথাপি আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যখনই সে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিবে তখনই সে, বিষ পানেই হউক, আর উদ্বন্ধনেই হউক, আপন জীবন বিসর্জ্জন করিবে।"

জগৎসিংহ দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন "আচ্ছা আজ আমি চলিলাম কল্য দেখিব কে আমার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করে—কে আমার আক্রমণ হইতে আদরিণীকে রক্ষা করে—এবং কেই বা আমার এত দিনের সঞ্চিত আশাকে নিরাশ করিতে সমর্থ হয়"; এই বলিয়া দ্রুত পদে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ক্রোধ ভরে চলিয়া গেলেন।

আদরিণী তাহার মাতামহীর নিকট সমস্ত কথা শুনিল, শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; তিনকড়ি ও কাঁদিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলনা, কোনই উপায় দেখিলনা এবং ভবিষ্যতে যে কি হইবে তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও না ভাবিয়া সেই রজনীতেই উভয়ের বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিল; কোথায় যাইবে তাহার ঠিকানা নাই—কিরূপে যাইবে তাহার উপায় নাই—কাল যে কি খাইবে তাহারও সংস্থান নাই—তবুও চলিল। মস্তোকপরি টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে; কর্দ্দমে পা

পিছলিয়া যাইতেছে, পরিধেয় বসন ভিজিয়া গিয়াছে তথাপি বিশ্রাম নাই—চলিল। আজ তাহাদের অবস্থা দেখিয়া প্রাণী মাত্রেই দুঃখিত! পশ্চাৎ হইতে পেচকগণ গম্ভীর স্বরে বলিল, "কোথায় যাইতেছ!" পার্শ্ব হইতে শৃগালগণ চীৎকার স্বরে জিজ্ঞাসিল "কোথায় যাইতেছ" —সম্মুখে ভাগিরথী কলকল নাদে জিজ্ঞাসিলেন "কোথায় যাও"? কিছুতেই উত্তর নাই—চলিল। সম্মুখস্থ গ্যাস শ্রেণী রাস্তা দেখাইয়া দিয়া বলিল "কোথায় যাও"! তথাপিও উত্তর নাই—চলিল। ভাগিরথী পার হইয়া ঘোর অন্ধকারের ভিতর প্রবিষ্ট হইল, আর কেহ জানিতে পারিল না যে কোথায় গেল।

পর দিন জগৎ সিংহ মহেশকে সঙ্গে করিয়া আসিলেন, আসিয়া দেখেন পাখী উড়িয়া গিয়াছে, শূন্য পিঞ্জর পড়িয়া রহিয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিলেন, চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, কোন সন্ধান পাইলেন না, কিন্তু অনুসন্ধানের ত্রুটী হইলনা, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে সংবাদ দেওয়া হইল, চারি দিকে লোক ছুটিল।

ছিঃ! জগৎসিংহ! ছিঃ! এই কি তোমার পরোপকার! এই কি তোমার অভাগা অনাথিনী দিগকে প্রতিপালন! এই কি তোমার প্রজারঞ্জন! এইকি তোমার পুরুষোচিত কার্য্য? তুমি তোমার নিষ্কলঙ্ককুলে দুরপনেয় কলঙ্ক-ধ্বজা উড়াইলে।।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাঠক! পূর্ব্বে মরুচরের প্রশস্ত রাজবর্ত্ম বিচিত্র অট্টালিকা, ও ধনাঢ্য বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যালয় প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়াই আস্তে আস্তে চলিয়া আসিয়াছেন, পর্ণকুটীরবাসী জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত দরিদ্রদিগের প্রতি ভুলক্রমে একবারও চাহিয়া দেখেন নাই—কিন্তু অদ্য চলুন, একবার ঐ দরিদ্রপল্লির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, উহারা কি রূপে দিন যাপন করে,কিরূপে আপনাদের উদরান্নের সংস্থান করে ও কি রূপেই বা এই ভগ্ন কুটিরাভ্যন্তরে বাস করে। সম্মুখে ঐ ভগ্ন কুটিরের অবস্থার প্রতি একবার লক্ষ্য করিলে কাহার মনে দুঃখের সঞ্চার না হয়! উহা যেন এখনি ধরাশায়ী হইবার উপক্রম হইয়াছে, এই বর্ষার জল প্রায় সমস্তই ঘরের ভিতর পড়িতেছে, উপরে আবরণ নাই, ঘরের ভিতর এমন একটু স্থান নাই যেখানে বসিয়া জলধারা হইতে আপন দেহ রক্ষা করা যাইতে পারে। উহার ভিতর তিনটী স্ত্রীলোক বসিয়া পরস্পর আস্তে আস্তে কথা বার্ত্তা কহিতেছে ও মধ্যে মধ্যে পরিধেয় আর্দ্র বসন দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিতেছে।

পাঠক মহাশয়! আপনার গুপ্তভাবে পরের গুপ্ত কথা শ্রবণ করা অভ্যাস আছে কি? যদি না থাকে,তবে আমার সঙ্গে আসুন, আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্মের

অনুরোধে ইহা দোষাবহ জানিয়াও নিত্য নিত্য অকুতোভয়ে ও অবলীলাক্রমে এরূপ কার্য্য করিয়া থাকি। আপনি যদি উচ্চ প্রকৃতির পাঠক হয়েন, ও এরূপ প্রবৃত্তিকে দোষাবহ মনে করেন, তবে নিশ্চয়ই এরূপ প্রস্তাবকে ঘৃণা করিয়া এই পুস্তক সুদূরে নিক্ষেপ করুন। আর যদি আপনার প্রকৃতিও অনিচ্ছা সত্বে সংসার চক্রে পড়িয়া আমাদের মত কলুষিত হইতে বাধ্য হইয়া থাকে, তবে আপনি আমার সঙ্গে আসিয়া গোপনে উহাদিগের কথোপকথন শ্রবন করুণ।

ঐ শুনুন, একটী মধ্যম বয়স্কা স্ত্রীলোক বলিতেছে, "দেখমা! যদি তোমরা আমার এখানে আর ২।১ দিন থাক, তাহা হইলে সেই দুরাচার জগৎসিংহ নিশ্চয়ই তোমাদিগের সন্ধান পাইবে, কারণ উহার অনুচর বর্গ রাত্রি দিন অবিশ্রান্ত তোমাদিগের সংবাদ পাইবার নিমিত্ত গুপ্তঅনুসন্ধানে নিযুক্ত আছে। উহারা যদি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে যে তোমরা আমার আলয়ে গুপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছ, তাহা হইলে হরিদাসীর অদৃষ্টে যে কিরূপ শোচনীয় দশা ঘটিবে তাহা কল্পনাতীত, বরং তোমার ও আমার জাতি, কুল ও প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িবে।

অন্য একটী প্রবীণা স্ত্রীলোক ঐ মধ্যমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "দেখ মা, আমি যদিচ মাতৃ পিতৃ

হীনা ঐ হরিকে অতি শৈশব কাল হইতে লালন পালন করিয়া এত বড়টী করিয়াছি, যদিও আমি কায়মনো-বাক্যে ঈশ্বরের নিকট উহার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকি ও যাহাতে উহার স্বভাব চরিত্রের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য না হইয়া স্ত্রীলোকের একটী আদর্শ হয় তাহার প্রতি বিশেষ যত্ন করি এবং যাহাতে সে একটী সৎকুলজাত সুপা-ত্রের হস্তে অর্পিত হইয়া সতত সুখে কালযাপন করিতে পারে তাহার প্রতি চেষ্টা করি, তথাপি তাহার উপ-কারের নিমিত্ত যাহাতে তোমার অনিষ্ট হয় এরূপ ভাবনা আমি কখন ভুলক্রমেও মনে স্থান দিই না; অধিকন্তু তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত রাত্রি দিন আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি। এখানে থাকিলে যে আমাদের সকলের বিশেষ অনিষ্ট হইবে তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, ইহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানি,কিন্তু এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন অপরিচিত স্থানে বাস করা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব; এখন আমা-দিগের এরূপ স্থানে থাকা আবশ্যক যে যেখান হইতে আমরা নিত্য নিত্য তোমার সংবাদ লইতে পারি এবং তুমিও আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতে সমর্থ হও, অথচ তোমার সহিত প্রকাশ্য ভাবে আমাদিগের কোন সংশ্রব অন্য কেহ বিন্দুমাত্র জানিতে না পারে।"

নবীনা উভয়ের প্রতি লক্ষ করিয়া কহিল "মা!

আপনারা আমার জন্য এতদিন পর্য্যন্ত দিবা রাত্রি যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতেছেন, যেরূপ যত্ন করিয়া দুরাচারের কর কবল হইতে আমাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমি সমস্তই নিজ চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। আপনারা আমাকে এখন নিতান্ত বালিকা মনে করিবেননা, আমি আর এখন বালিকা নাই, নিজের হিতাহিত এখন বুঝিতে পারিয়াছি; বিশেষ এত দিবস পর্য্যন্ত আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া যে অল্প মাত্র বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি, তাহাতে এখন আমি ভাল মন্দ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি; কেবল সমর্থ কেন, অহিতকে হৃদয় হইতে বিদূরিত ও হিতকে সেই স্থানে অধিষ্ঠিত করিতে শিখিয়াছি। আপনারা আমার জন্য যত ভাবিতেছেন তত ভাবিবার আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোক দিগের উপর যে যত কেন অত্যাচার করুক না, যত তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করুক না, সে যদি তাহার নিজের মন দৃঢ় রাখিতে পারে, স্বধর্ম্ম পালনব্রত যদি তাহার নিজের মনোমধ্যে সতত: জাগরুক থাকে, তাহা হইলে কেহই তাহার কিছু করিতে সমর্থ হয় না, জগদীশ্বর তাহাকে রক্ষা করেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি (ঈশ্বর না করুণ) যদি কখন সেই দুরাচার—যাহাকে আমি এতদিন পর্য্যন্ত পিতৃ সদৃশ ভক্তি ও মান্য করিয়া আসিয়াছি—আমার উপর বল প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মনষ্ট

করিবার চেষ্টা করিলে সে আপন নিকৃষ্ট পাশবরৃত্তি কখনই চরিতার্থ করিতে পারিবে না ও আমার এই জীবন থাকিতে কখনই তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না। স্ত্রীলোকের জীবন অপেক্ষা ধর্ম্মই বাঞ্ছনীয়, ইহা কে না স্বীকার করিবেন।

পাঠক মহাশয়! আপনি বোধ হয় ইহাদিগের মধ্যে দুই জনকে চিনিতে পারিয়াছেন, প্রবীণা আমাদিগের সেই পূর্ব্ব পরিচিতা তিনকড়ি ও নবীনা হরিদাসী বা আদরিণী ভিন্ন আর কেহই নহে; ইহারা কলিকাতা হইতে বহির্গত হইয়া বহু কষ্টে ভিক্ষামাত্র সম্বল করিয়া ক্রমে ক্রমে বহুতর নগর গ্রাম, নদ, নদী, উপবন প্রভৃতি অতিক্রম পূর্ব্বক পথিকগণকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আস্তে আস্তে গুপ্ত বেশে রাত্র দিবস অবিশ্রান্ত চলিয়া কল্যমাত্র গভীর রজনীতে এখানে আসিয়া তাহার একমাত্র আত্মীয় "ধনীর" বাড়ীতে উপনীত হইয়াছে। আদরিণী এখন হরিদাসী বলিয়া যে কেন পরিচিত হইল তাহা তিনকড়ি ভিন্ন আর কেহই অবগত নহে। তিনকড়ির মনের ভাব তিনকড়িই জানে—আমরা বলিতে অক্ষম। মানবগণ যখন সময় সময় নিজের মনের ভাব নিজে বুঝিতে পারে না, তখন অন্যের, বিশেষ স্ত্রীলোকের মনের ভাব কি প্রকারে বুঝিবে? উহারা তিনজন অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা ও পরামর্শ করিয়া

নিকটবর্ত্তী অন্য কোন গ্রামে যাইয়া বাস করাই স্থির করিলেন এবং 'ধনী' পর দিন প্রত্যুষে রেণুচর নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লিতে মাধব দাস নামক এক ব্যক্তির বাটীতে এক খানি ঘর লইয়া দিলেন ও যাহাতে ২।১ দিবস চলিতে পারে এরূপ খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াদিলেন; কিন্তু নিজে সে স্থানে রহিলেন না, তিনকড়ি ও হরিদাসী সেই খানে বাস করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রেণুচর একটী ক্ষুদ্র পল্লিগ্রাম, মরুচর হইতে প্রায় ১ মাইল অন্তরে গঙ্গার উপকূলে স্থাপিত। এখানে কতকগুলি মধ্যবিৎ ও দরিদ্র লোক ভিন্ন অন্য কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। মাধব দাস এই পল্লির একজন মাতব্বর বৃদ্ধ প্রজা, কৃষি কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও বৃহৎ পরিবারবর্গ প্রতিপালন করে। তাহার মৃত্তিকা নির্ম্মিত ৪।৫ খানি ঘর, দুই খানি গোয়ালি, ৭০।৮০টী গরু, ৪।৫টী গোলা ও তদুপযোগী অন্যান্য সামান্য দ্রব্যাদি আছে। তাহার বাটীর ভিতর এক খানি ঘর অতিথী অভ্যাগতের নিমিত্ত প্রায় খালি থাকিত; ঐ ঘর খানি এখন তিনকড়ি ও

হরিদাসী দ্বারা অধিকৃত। মাধব দাস যে কেবল উহাদিগকে বিনা ভাড়ায় আপন ঘরে বাস করিতে দিয়াছেন তাহা নহে, চাউল ডাউল প্রভৃতি উহাদিগের আহারোপযোগী দ্রব্যাদি নিত্য নিত্য দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। কলিকাতার পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত মাধব দাসের অবস্থা দেখিয়া লেখককে অতিবাদী কিম্বা পাগল মনে করিবেন এবং বলিবেন, যে ব্যক্তি লেখক বলিয়া সকলের নিকট আপন পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন তাঁহার এরূপ অস্বভাবিক অবস্থা বর্ণন করিয়া লোকের চিত্তবিকার সম্পাদন করা উচিত নহে। কারণ মাধব দাস কিছু নিস্বার্থ ও এত বড় লোক নহে যে, বিনা করে অপরিচিত লোকদিগকে আপন আলয়ে স্থান দিয়াছে ও উহাদিগের ভরণ পোষণের ভার বিনা স্বার্থে নিজে বহন করিতেছে। ইহা নিতান্ত অসম্ভব ও অসঙ্গত; কারণ, এই মহানগরী কলিকাতায় মাধব দাসের অবস্থা অনুরূপ বা তাহার অপেক্ষা কিছু উচ্চ অবস্থার লোকের দ্বারা ইহা কখনই সম্ভবে না এবং এরূপ অবস্থার লোক বিনা স্বার্থে যে এ প্রকার ব্যবহার করিতে পারে তাহা অদ্যাবধি কখন শ্রবণ করি নাই। এখানে অপরিচিতের কথা দূরে থাকুক, আপনার সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের বাটীতে অবস্থান ও আহারার্থে মাসিক নগদ কিছু প্রণামী না দিলে কখনই

তিনি তথায় বাস করিতে সমর্থ হন না! কিন্তু যে সকল পাঠকের পল্লিগ্রামের সহিত বিশেষ সংশ্রব আছে তাহারা তখনই মুক্ত-কণ্ঠে বলিবেন, মাধব দাসের ইহা অসম্ভব ব্যবহার নহে, সম্পূর্ণ রূপে সম্ভব। পল্লিগ্রামের অবস্থা যদিচ পূর্ব্বের অপেক্ষা এখন অনেক অংশে সহরের ন্যায় হইয়া উঠিতেছে সত্য, কিন্তু তথাপি এখনও নিত্য নিত্য এরূপ শত শত তিনকড়ি, সহস্র সহস্র হরিদাসী পল্লিগ্রামবাসী দিগের সাহায্যে বিনা কষ্টে আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল, মাধব দাস তাহার ভৃত্য দিগের মধ্যে কল্য কে কি কার্য্যে নিযুক্ত হইবে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলে, ভৃত্যগণ আপন আপন স্থানে গমন করিল। মাধব দাস বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া পুত্র পৌত্রাদির সহিত বসিয়া সুখে আহারাদি সমাপন করিলেন। তাহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট শয়ন ঘরে যাইয়া শয়ন করিল। মাধব দাস তাহার উত্তর দ্বারি ছোট ঘর খানিতে যাইয়া শয়ন করিবামাত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। হরিদাসী ও তিনকড়ি ইহার অনেক পূর্ব্বে আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক শয়ন করিয়া নিদ্রা-দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ মাধব দাসের ভোজনান্তে ভোজনাদি সমাপন ও আবশ্যকীয় গৃহকার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া রাত্রি প্রায় ২ টার সময় সকলে

শয়ন করিলেন ও সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে সকলেই শীঘ্র নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি আন্দাজ ৩ টার সময় ভয়ানক বিকৃত চীৎকার শব্দে মাধব দাসের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বাহিরে আসিবার নিমিত্ত ঘরের দরজা খুলিলেন। দরজা খুলিয়া দেখেন, সর্ব্বনাশ!—প্রাঙ্গনের ভিতর অসংখ্য লোক বিকট বেশে পরিভ্রমণ করিতে করিতে বিকট রবে চীৎকার করিতেছে, কিন্তু কি বলিতেছে তাহা কাহারও বোধ-গম্য হইতেছে না। কাহারও হস্তে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাঠি সকল আপন আপন মস্তক ছাড়াইয়া ৩ হাত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে; কেহ কেহ হস্তে তরবারি লইয়া শূন্য দেশে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক উহা সজোরে চালনা করিতেছে ও মুখে ভয়ানক চীৎকার করিতেছে, কেহ কেহ প্রজ্জ্বলিত মসাল হস্তে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, কেহবা সজোরে দ্বার দেশে পদাঘাত করিতেছে ও উহা ঝন ঝন শব্দে শব্দিত হইতেছে। এই সকল দেখিয়া বৃদ্ধ মাধব দাস বিস্মিত, স্তম্ভিত, হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জ্জিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যখন তাহার সংজ্ঞা লাভ হইল, তখন দেখিলেন উহারা কেহই নাই, স্থানে স্থানে প্রজ্জ্বলিত মসাল সকল পড়িয়া জ্বলিতেছে, ঘরের দ্বার সকল ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে; স্ত্রীলোকগণ রোদন করিতেছে, যুবকগণ বাটীর ভিতর শূন্য হৃদয়

ও দুঃখিত অন্তঃকরণে প্রত্যাগমন করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন সাহসে ভর করিয়া উহারা দস্যুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল, কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। দ্রব্যাদি কিছুই অপহৃত হয় নাই, কেবল মাত্র হরিদাসী নাই। তিনকড়ি উচ্চৈস্বরে রোদন করিতেছে। মাধব দাস কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় বাক-শূন্য হইয়া রহিলেন। পরে সকলে মিলিয়া হরিদাসীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সে যদি এই সকল অচিন্তনীয় গোলমাল শুনিয়া ভয় প্রযুক্ত কোন স্থানে লুকাইয়া থাকে, এই আশায় বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন স্থানে তাহার কিছু মাত্র সন্ধান পাইলেন না। সেই রাত্রেই মাধব দাস নিকটবর্ত্তী থানায় সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, তাহার বাটীতে ডাকাইত পড়িয়া তাহার আশ্রিতা একটী বালিকাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র দারগা, জমাদার প্রভৃতি পুলিষ কর্ম্মচারী ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং তদারকে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু পুলীশ পরদিবস আহারান্তে মাধব দাসের বাটীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাহার বাটীস্থিত, সেই মহল্লাস্থিত, ও সেই গ্রামস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক

পৃথক এজাহার গৃহীত হইল। হরিদাসীর অনুসন্ধানের নিমিত্ত সেই স্থানে বসিয়া বসিয়াই লম্বা২ কাগজে তাহার সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিয়া স্থানে স্থানে সংবাদ প্রেরণ করা হইল, কিন্তু হরিদাসীর কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না, তথাপি তাঁহারা তদারকে বিরত হইলেন না; ঘটনা স্থানে বসিয়া বসিয়া নিত্য নিত্য অনুসন্ধানের দৈনিক লিপি প্রেরিত হইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, অরুণদেব পূর্ব্বাকাশ হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া পৃথিবীর অন্ধকার জনিত ক্লেশকে দূরীভূত করিবার নিমিত্ত আপন কিরণজাল অল্পে অল্পে বিকীর্ণ করিতেছেন। ঐ কিরণজাল পূর্ণগর্ভ ভাগীরথীর গর্ভে পড়িয়া প্রভাত বায়ু চালিত মন্দ মন্দ বীচিমালার সহিত মিলিয়া তালে তালে নৃত্য করিতেছে, নদী পার্শ্বস্থ দুই এক খানি ছোট ছোট নৌকা অল্পে অল্পে দুলিতে দুলিতে যেন উহাতে যোগ দিতেছে, তীরস্থিত দুই একটী বৃক্ষ অল্পে অল্পে মাথা নাড়িতেছে যেন ও ভাবে গদগদ হইয়া তর তর শব্দে আপন আপন মনের আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।

এমন সময় দেখিতে দেখিতে ঐ পূর্ণসলিলা ভাগীরথীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, নৃত্যোন্মত্ত বীচিমালার তাল

ভঙ্গ করিয়া পুণ্যতোয়া গঙ্গাবক্ষে জোরে ক্ষেপনী আ-ঘাত করিতে করিতে একখানি তরণী আসিয়া উপনীত হইল। উহার ভিতর একটী যুবক ও একটী বালিকা— অর্দ্ধ প্রস্ফুটিতা যুবতী; যুবক যুবতীকে কহিলেন "দেখ আদরিণী এখন তুমি সম্পূর্ণরূপ আমার আয়ত্তাধীন, তুমি এখন ইহা মনে করিও না যে কলিকাতা হইতে সেই দুর্বৃত্তা তিনকড়ির কুপরামর্শে রাত্রি যোগে পলাইয়া আ-সিয়া আমার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপ পরিত্রাণ পাইয়াছ; আমার প্রভাব তোমারা জান না, আমার চক্রান্ত তোমরা বোঝ না, এখন বলদেখি আমার হস্ত হইতে কে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে? আমি অদ্য এখনই আমার চিরসেবিত আশালতাকে ফলবতী করিব, অদ্য কোন ক্রমেই তুমি আমাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না! কিন্তু যদি তুমি এখনও নিজে সম্মত হইয়া আমার ইচ্ছানুবর্ত্তী চল, তাহা হইলে তোমার উপর বল-প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে না নতুবা—"। আদরিণী তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে ক্রোধভরে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন 'জগৎ সিংহ' (জগৎ সিংহ এই নাম আদরিণীর মুখ হইতে অদ্য প্রথম নির্গত হইল) "দেখ, তুমি অতি শৈশব কাল হইতে আমাকে লালন, পালন, ও শিক্ষিতা করিয়াছ, আমিও তোমাকে এতদিবস পর্য্যন্ত পিতৃতুল্য

জানিয়া তোমার উপর ভক্তি, শ্রদ্ধা ~~ও দয়া~~ করিয়া চিরকাল আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে তোমার হৃদয় কেবল মাত্র পাপ রাশিতে পরিপূর্ণ, তোমার মন পাপ চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন সাধু চিন্তা করিতে সমর্থ নহে, তুমি রক্ত মাংস নির্ম্মিত মনুষ্য হইয়া কি রূপে এপ্রকার অস্বাভাবিক পাশব চিন্তাকে আপন হৃদয় মধ্যে স্থান দিলে? কি রূপে আপন যত্নে পালিতা কন্যার প্রতি বল প্রয়োগে ইচ্ছুক হইলে, ও কি রূপেই বা তাহার অমূল্য সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ দুরূহ লোক বহিভূত ও নিকৃষ্ট দস্যু বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জন সমাজে আপন কলঙ্কের নিশান উড়াইলে? তোমার এরূপ প্রবৃত্তিকে ধিক! তোমার মনুষ্য নামে ধিক! তোমার রত্ন সিংহাসনে ধিক! তোমার জীবনেও ধিক! তুমি ইহা কখন স্বপ্নেও মনে করিও না যে আমার দেব দুর্লভ সতীত্ব ধর্ম্ম তুমি নষ্ট করিতে পারিবে! তুমি কেন, যদি তোমার মত পামণ্ড আরও শত জগৎসিংহ হয় তথাপি কখনই তাহারা আমার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না—এই পদাঘাতে আমি সকলকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিব।"

জগৎসিংহ এই সকল অপমান সূচক বাক্য গুলি শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধৈর্য্য হইলেন, এবং

সযোরে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "পাপিয়সি! দেখ্, এই মুহূর্ত্তে আমি তোর কি দশা করি। তোর মত স্ত্রীলোকের উপর বল প্রয়োগে কয়জন জগৎসিংহের অবশ্যক হয়; তাহাও একবার দেখিয়া লও, আমিও দেখি যে এখন কে আসিয়া আমার হস্ত হইতে তোকে উদ্ধার করে।"

হরিদাসী বা আদরিণী অন্তরের সহিত ভক্তি ভাবে জগৎপিতা জনার্দ্দনকে স্মরণ করিয়া ক্রোধ ভরে উত্থিত হইলেন, এবং সযোরে সেই দুরাচার জগৎসিংহের বক্ষস্থলে এক পদাঘাত করিলেন। সেই পদাঘাৎ চিহ্ন তাহার হৃদয়ের ভিতর স্তরে স্তরে অঙ্কিত হইল। জগৎসিংহের হস্ত চ্যুত হইয়া গেল, তিনি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলেন। এই অবকাশে হরিদাসী নৌকার ভিতর হইতে বহির্গত হইয়া "পাষণ্ড জগৎসিংহ আমার উপর বল প্রয়োগ করা কি তোর সাধ্য, সতীর সতীত্ব ধর্ম্ম কি তুই নষ্ট করিতে পারিস" এই বলিয়া উন্মত্ত হৃদয়ে ঈশ্বরকে বারংবার সম্বোধন পূর্ব্বক সেই কল কল নাদিনী ভাগীরথী গর্ভে ঝম্প প্রদান করিয়া পাষণ্ডের হস্ত হইতে আপন অমূল্য সতীত্ব রত্ন রক্ষা করিলেন।

জগৎসিংহ নিষ্পন্দ হইয়া চিত্র লিখিত পুত্তলিকার ন্যায় স্থির চিত্তে ও স্থির নেত্রে দণ্ডায়মান রহিলেন, মুখ হইতে একটী কথা ও নির্গত হইল না, দাঁড়িগণ দাঁড়-

ছাড়িয়া দিয়া "সর্ব্বনাশ হইল, সর্ব্বনাশ হইল" বলিয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ জলে পড়িল। নৌকা নদীবক্ষে ঘুরিতে লাগিল। দাঁড়িগণ জলের মধ্যে হরিদাসীর কিছু মাত্র সন্ধান করিতে না পারিয়া সকলে একে একে নৌকায় ফিরিয়া আসিল এবং জগৎসিংহের আদেশ মত পুনরায় ক্ষেপণী নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিল। জগৎসিংহ নৌকার ভিতর নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। নৌকা ক্রমে দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভগবান সহস্রাংশু সমস্ত দিবস পৃথিবীর এক অংশের কার্য্য কলাপ পরিদর্শন করিয়া অপরাংশের বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত অস্তাচল শিখরে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং অল্প অল্প বক্রভাবে পশ্চাৎভাগে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই রূপ অবস্থা দৃষ্টে পক্ষীগণ ভীত হইয়া কলরব করিতে করিতে আপন আপন কুলায় অভিমুখে যাইতে লাগিল, গাভিগণ হম্বা রবে উর্দ্ধপুচ্ছে গোষ্ঠ হইতে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল, নাবিকগণ আপন আপন নৌকা লইয়া নির্দ্দিষ্ট

স্থানে পৌছিবার নিমিত্ত কেহ জোরে ক্ষেপণী নিক্ষেপ, কেহ বা দ্রুত পদে গুণ টানিয়া যাইতে লাগিল। উহা-দিগের মধ্যে একখানি অতিশয় ক্ষুদ্র নৌকা কল্ কল্ শব্দে ভাগীরথীর কিনারা দিয়া যাইতেছিল। উহার ভিতর লোকজন কেহই নাই কেবল মাত্র একজন মাঝি গুণ টানিয়া চলিয়া যাইতেছে। উহার নাম নবীন; নবীন দ্রুত পদে যাইতে যাইতে সম্মুখে একটী কি পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া হঠাৎ দাঁড়াইল এবং স্থির দৃষ্টে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, একটী স্ত্রীলোক অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, উহার নাভিদেশ পর্য্যন্ত জল মগ্ন; দেখিয়াই নবীন একটী মৃত দেহ মনে করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় তাহার নয়ন আবার সেই দিকে আকৃষ্ট হইল এবং উহার অল্প অল্প শ্বাস বহিতেছে দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, ইহার জীবন এখনও বহির্গত হয় নাই। জলে ডুবিয়া ইহার এরূপ অবস্থা হইয়াছে। নবীন ইহাকে আস্তে আস্তে উপরে উঠাইল ও ক্রমে এপাশ ওপাশ করিয়া নাড়িতে চাড়িতে উহার মুখ দিয়া অধিক পরি-মাণে জলরাশি বহির্গত হওয়াতে ক্রমে ২ কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হইতে লাগিল। নবীন উহাকে আপন নৌকায় উঠাইয়া লইয়া পূর্ব্বমত চলিল। ক্রমে ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল। নবীন নির্ভয়ে এই স্থান দিয়া ক্রমাগত যাইয়া

রাত্রি ৯ টার সময় এক স্থানে নৌকা বাঁধিল এবং "বড়বউ" "বড় বউ" বলিয়া ২।৩ বার ডাকিল। দেখিতে দেখিতে একটী স্ত্রীলোক প্রদীপ হস্তে করিয়া নৌকার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। নবীন ঐ প্রদীপ সাহায্যে নৌকাস্থিত স্ত্রীলোকটীকে পুনর্ব্বার দেখিল এবং উহার অবস্থা যে ক্রমেই ভাল হইতেছে তাহাও বুঝিতে পারিল। যে স্থানে নৌকা ছিল সেই স্থান হইতে নবীনের বাটী শত হস্তের অধিক নহে; নবীন উহাকে নৌকা হইতে নামাইয়া আপন বাড়িতে লইয়া গেল, নবীন ও বড় বউ উভয়েই বিশেষ যত্নের সহিত উহার সেবা সুশ্রূষা করিতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল যে উহার সংজ্ঞা লাভ হইয়াছে এবং মুখ হইতে অতি মৃদুস্বরে অল্প অল্প কথা বহির্গত হইতেছে। এই রূপে ক্রমে ক্রমে ২।৩ দিবস অতীত হইয়া গেলে সম্পূর্ণ রূপে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল।

পাঠক মহাশয়কে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, এ আমাদের সেই জগৎসিংহের অত্যাচার পীড়িতা হরিদাসী বা আদরিণী ভিন্ন আর কেহই নহে। আদরিণী এবার জগদীশ্বরের কৃপায় এবং নবীনের যত্নে মৃত্যুমুখ হইতে আপন জীবন রক্ষা করিলেন সত্য, কিন্তু তাহার হৃদয়ের ভাবনা মুহূর্ত্তের নিমিত্তও অন্তর্হিত হইল না।

নবীন হরিদাসীর নিকট হইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইল এবং তাহাকে সাবধানে রেণূচরে লইয়া গিয়া ৫ম দিবসের দিন তদারক নিযুক্ত দারগার নিকট উপস্থিত করিল। তিনকড়ি অন্তরের সহিত নবীনকে আশীর্ব্বাদ ও সকলে সাধুবাদ করিতে লাগিল। দারগা নবীন ও হরিদাসীর নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া জগৎসিংহ ও তাহার ৪।৫ জন পারিষদ বর্গকে ধৃত ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট বিচারার্থ উপস্থিত করিল। কিন্তু বলা বাহুল্য যে যাহার ধন আছে সে প্রকৃত দোষী হইলেও তাহার শীঘ্র দণ্ড হওয়া সুকঠিন। জগৎসিংহ ও তাহার পারিষদ বর্গ এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইল সত্য, কিন্তু দুষ্ট লোকে প্রচার করিল যে জগৎসিংহ প্রায় ৫০ সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে এ বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন।

পাঠক মহাশয়! আপনি বোধ হয় এই পাষণ্ড জগৎসিংহের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী মহেশচন্দ্র দত্তকে ভোলেন নাই! ইনিই হরিদাসীকে পূর্ব্বে আপন কন্যা বলিয়া বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন।

পূর্ব্ব কথিত মোকদ্দামার অতি অল্পদিবস পরেই মহেশচন্দ্র দত্ত আসিয়া দর্শন দিলেন ও তাহার কন্যা হরিদাসীকে, তিনকড়ির নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রেরিত হয় এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত

জজ্ সাহেব বাহাদুরের নিকট একখানি আবেদন অর্পণ করিলেন। কিন্তু ইহা জগৎসিংহের চাতুরী জানিতে পারিয়া বুদ্ধিমান হাকিম মহেশ্চন্দ্রের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। ধূর্ত্ত জগৎসিংহ ও মহেশ্চন্দ্র দত্তের জাল পাতাই সার হইল, একটী মাত্র আশা মৎস্যও দেখা দিল না।

তিনকড়ি ও হরিদাসী জগৎসিংহের ভয়ে পুনরায় ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, জগৎসিংহ সন্ধান করিতে ত্রুটি করিলেনা, কিন্তু সমস্ত উদ্যমই বিফল হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

জগৎ সিংহ রাশি রাশি মুদ্রার বিনিময়ে মোকদ্দমা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন সত্য, কিন্তু তিনি যে রূপে অপদস্থ অবমানিত হইলেন তাহা তাঁহার হৃদয় হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্তর্হিত হইল না। তিনি কি প্রকারে তাহার প্রতিবিধান করিবেন ও কিরূপ উপায় অবলম্বনে হরিদাসীকে প্রাপ্ত হইবেন সেই চিন্তা তাহার হৃদয়ে অবিরত জাগরূক রহিল। তিনিকড়ি ও হরিদাসীর অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোনরূপ সন্ধান না পাইয়া কলিকাতায় আসিলেন। পরিশেষে

বহু অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে উহারা কলিকাতায় আসিয়া লুক্কায়িত ভাবে আছে এবং আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত সুরেশ বাবুর সাহায্যে ও তাহার ভদ্রোচিত ব্যবহারে দিন যাপন করিতেছে। জগৎ সিংহ ইহাদিগকে বশীভূত করিবার কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া তাহার সেই বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী মহেশকে সমস্ত বিষয় বলিলেন এবং কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া যাহাতে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় তাহার চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন।

মহেষ ইহাতে অতিশয় মজবুত লোক; জাল করিতে, মিথ্যা বলিতে, তিনি অদ্বিতীয়—তিনি তৎক্ষণাৎ মনে মনে এক মতলব স্থির করিয়া বহির্গত হইলেন, এবং যে যে প্রকার লোকের প্রয়োজন হইবেক বাছিয়া বাছিয়া তাহার দল হইতে সেইরূপ কয়েকটী লোক বাহির করিলেন। দেখিতে দেখিতে একখানি পুরাতন ইষ্টাম্প কাগজ সংগৃহীত ও একখানি জাল খত এই মর্ম্মে প্রস্তুত হইল যে, তিনকড়ি অম্বিকাচরণ দত্তের নিকট হইতে কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়াছে। কিছু দিন পরে কলিকাতা ছোট আদালতে পূর্ব্ব কথিত টাকার দাবিতে একটী নালিশ রুজু হইল; তাহার বাদী অম্বিকা চরণ দত্ত ও প্রতিবাদী তিনকড়ি বেওয়া। আদালত হইতে তিনকড়ির উপর এক সমন বাহির হইয়া জারির

নিমিত্ত উক্ত আদালতের একজন বেলিফকে দেওয়া হইল। বেলিফ ফরিয়াদীর পক্ষীয় একজন লোকের সেনাক্ত মত "রমণী" নাম্নী একজন স্ত্রীলোকের হস্তে ঐ সমন অর্পণ করিল। "রমণী" আপন সমন বলিয়া বেলিফের হস্ত হইতে উহা লইয়া আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল। পাঠক মহাশয়কে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে ঐ স্ত্রীলোকটী চক্রান্তকারী দলের মধ্যে একজন।

মোকদ্দমার ধার্য্য দিন উপস্থিত, বাদী অম্বিকা চরণ হাজির, কিন্তু প্রতিবাদী তিনকড়ি হাজির নাই। হাকিম ২।৩ জন সাক্ষীর জবানবন্দি লইয়া টাকার ডিক্রী দিলেন, কিন্তু একমুহূর্ত্তের জন্যও বুঝিতে পারিলেন না যে সাক্ষীগণ শপথ করিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে। বাস্তবিক এই নগরীরস্থ ভদ্র পরিচ্ছদধারী দুষ্টব্যক্তিগণের অন্তরের ভিতর প্রবেশ করা মনুষ্যের কেন, সময় সময় দেবতা দিগেরও অসাধ্য হইয়া উঠে।

এই মোকদ্দমার অল্পদিবস পরেই অম্বিকা চরণ প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত আদালতে নিয়মিত খরচের টাকা জমা দিয়া তিনকড়ির নামে গ্রেপ্তারি ওয়ারেন্টের প্রার্থনায় এক দরখাস্ত করিলেন। ওয়ারেন্ট বাহির হইয়া বেলিফ জর্জ সাহেবের হস্তে অর্পিত

হইল। এই সময়ে তিনকড়ি ও হরিদাসী শ্যামবাজারের একটী বাটীতে বাস করিতেছিল। বেলিফ শ্যাম-বাজারে ওয়ারেণ্ট সহ উপনীত হইয়া আমাদিগের পূর্ব্ব বর্ণিত হতভাগিনী তিনকড়িকে যে রূপে কয়েদ করিয়া লইয়া গেলেন তাহা প্রথম পরিচ্ছেদেই পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন। হরিদাসী সেই সময় একটী ভদ্র লোকের সাহায্যে ঐ বাটী হইতে পলায়ন করিয়া দুর্ব্বৃত্ত জগৎ সিংহের হস্ত হইতে এবারও আপন সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। পাপাত্মার দুষ্প্রবৃত্তির জাল পাতাই সার হইল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার আশা মৎস্য দেখা দিল না।

অনেক যত্ন ও অনুসন্ধানের পর পুলিশ কর্ত্তৃক এই জাল মোকদ্দমা ধরা পড়িয়া কলিকাতার মহামান্য হাইকোর্টের এই বৎসরের প্রথম সেসনের সুবিচারে দোষীগণ যথোপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

সমাপ্ত